



অগ্নি-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় করণীয়

- জাতীয় জরুরি সেবা কেন্দ্র ৯৯৯-এ বা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে ০২-৯৫৫৫৫৫৫৫, ০১৭১৩০৩৮১৮২ বা ১০২ নম্বরে ফোন করুন।
- রান্নার পর চুলার আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে ফেলুন। গ্যাসের চুলা হলে ফুঁ দিয়ে না নিভিয়ে রান্না শেষ হলে চুলার চাবি ভালো করে বন্ধ করে দিন।
- বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বাধাহীনভাবে প্রবেশ করা যায় এমন স্থানে স্থাপন করুন। দুর্ঘটনার শুরুতেই মেইন সুইচ বন্ধ করুন।
- গ্যাসের চুলা জ্বালানোর আগে অবশ্যই রান্না ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিন।



সহযোগিতায় - উইমেন-লেড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল



PATHFINDER



বন্যা মোকাবেলায় জনসাধারণের করণীয়

- বাঁধের ভিতরে যথাসম্ভব উঁচু জায়গায় বাড়ী নির্মাণ করুন।
- বাড়ীর চারপাশে বেশী করে নানা রকম গাছ লাগান।
- টিউবওয়েল উঁচু স্থানে স্থাপন করুন বা প্রয়োজনবোধে তা উঁচু করার ব্যবস্থা রাখুন।
- বন্যা মৌসুমে বাড়ীতে সর্বদা কিছু চিড়া, মুড়ি, গুড় মজুদ রাখুন।
- আপনার ছেলে-মেয়ে সবাইকে সাতাঁর শিক্ষা দিন।
- নৌকা থাকলে ব্যবহারযোগ্য করে রাখুন।
- আপনার এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে যোগাযোগ রাখুন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করুন।



সহযোগীতায় - উইমেন-লেড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল



বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে নিজে জানুন, অন্যকে জানান

- এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রবৃষ্টি বেশি হয়, বজ্রপাতের সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করুন।
- বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকুন।
- যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন।
- বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মত করেই চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসককে ডাকতে হবে বা হাসপাতালে নিতে হবে। বজ্র আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ স্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।



সহযোগিতায় - উইমেন-লেড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

PATHFINDER



সর্প দংশন কিভাবে এড়ানো যায়?

- বাড়ীর চারপাশ পরিষ্কার রাখুন। শোয়ার ঘরের সাথে খাবার সামগ্রী যেমন ধান-চাল, হাঁস-মুরগী, কবুতর না রাখা উত্তম।
- খাটের উপর মশারী ব্যবহার করে ঘুমাবেন, মেঝেতে ঘুমাবেন না। রাতের বেলায় মাচায় শোয়ার ব্যাপারেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন।
- ঘাসের মধ্যে কিংবা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর খুব সাবধানে হাঁটুন ও লম্বা জুতো কিংবা বুট জুতো পড়ুন।
- রাতে বের হলে আলো-লার্ঠিসহ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন।
- গর্তের মধ্যে হাত কিংবা পা দিবেন না ও স্তূপিকৃত লাকড়ি অথবা খড় খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করুন।
- মাছ ধরার সময় 'চাই' বা জালের মধ্যে হাত দেওয়ার আগে সাপ আছে কিনা দেখে নিন।



সহযোগীতায় - উইমেন-লেড রুইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল